বরগুনার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক
মোহাঃ রফিকুল ইসলাম মহোদয়
সংগ্রাম প্রধান কার্যালয়ে আগমনে
সংগ্রাম'র পক্ষ থেকে
শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

সংগ্রাম বার্তা
একটি উপকূলীয় উন্নয়ন সাময়িকী

বরিশাল বিভাগের সদ্য নির্বাচিত
সকল উপজেলা পরিষদের সম্মানীত
চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দকে
সংগ্রাম'র পক্ষ থেকে
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

বিংশ বর্ষ | সংখ্যা ৭০ | জুলাই ২০২৪

বরগুনার বিশিষ্ট সাত ব্যক্তিকে সম্মাননা

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নাঈম-উল ইসলাম চৌধুরী

কৈশোরকালীন মেধা বিকাশ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিনির্মাণে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বরগুনার ৭ গুণি ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করেছে সংগ্রাম। গত শনিবার (১৩ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বরগুনার শহীদ স্মৃতি সড়কে সংগ্রাম প্রধান কার্যালয়ের হল রুমে এ সম্মাননা প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নাঈম-উল ইসলাম চৌধুরী। সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুম'র সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- বরগুনা এনজিও ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মোতালেব মৃধা, সংগ্রাম কার্যনির্বাহী পরিষদ'র সভাপতি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন ও বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি (বাকশিস) এর সভাপতি অধ্যক্ষ মোঃ জিয়াউল করিম।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বাগত বক্তব্য রাখেন- সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মুনীর হোসেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-কবি ইদ্রিস আলী খান, সাংবাদিক জাহাঙ্গীর কবীর মৃধা, সংগ্রাম'র কার্যনির্বাহী পরিষদ'র সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুর রহমান, সংগ্রাম'র পরিচালক (ঋণ) মোঃ হুমায়ুন কবীর, কৈশোর কর্মসূচির মেন্টর, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন'র সহযোগিতায় ও সংগ্রাম বাস্তবায়িত কৈশোর কর্মসূচির আওতায় সম্মাননা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন- কিশোর-কিশোরীদের উন্নয়ন ভাবনা, নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক কাজে অবদান রাখায় বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব আবদুল মোতালেব মৃধা, কিশোর-কিশোরীদের মানোন্নয়ন ও ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ মীর বজলুর রহমান, কিশোর-কিশোরীদের মেধা বিকাশ ও গণমাধ্যমে প্রচারে অবদান রাখায় বিশিষ্ট সাংবাদিক জাকির হোসেন মিরাজ, কিশোর-কিশোরীদের সৃজনশীলকরণ ও সাংস্কৃতিক বিকাশে অবদান রাখায় বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী বাবুল কৃষ্ণ সাহা।

এছাড়াও সংগ্রাম'র পক্ষ থেকে পাথরঘাটা উপজেলার চৌধুরী মাসুম টিবিএম কলেজ বরিশাল বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান (কারিগরি) নির্বাচিত হওয়ায় এর অধ্যক্ষ মোঃ ফারুক হোসেন, পাথরঘাটা উপজেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে সৈয়দ ফজলুল হক কলেজ এবং শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ মোঃ জিয়াউল করিম এবং প্রান্তের মানুষের জীবন থেকে নেয়া হৃদয়ের কথা বলা ছন্দের কবি ও গীতিকার কবি ইদ্রিস আলী খানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সম্মাননা গ্রহণ করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মোতালেব মৃধা

অতিদরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

সংগ্রাম ২৫ জন দরিদ্র শিক্ষার্থীকে ২ লাখ ৬৫ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছে। গত ১৩ জুলাই সংগ্রাম'র প্রধান কার্যালয়ের মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। শিক্ষাবৃত্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অতিদরিদ্র মেধাবী ২৫ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বরগুনার সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নাঈম-উল ইসলাম চৌধুরী। এসময় মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষাবিদ, ক্রীড়াবিদ, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ও সংগ্রাম'র বাস্তবায়নে এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ২০ শিক্ষার্থীকে ১২ হাজার টাকা ও সংগ্রাম'র নিজস্ব তহবিল থেকে ৫ জনকে ৫ হাজার টাকা করে মোট ২ লাখ ৬৫ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এসকল শিক্ষার্থীরা গতবছর এইচএসসি প্রথম বর্ষে ১২হাজার টাকা পেয়েছে।

সংগ্রাম ২০১৩ সন থেকে বৃত্তি প্রদান করে আসছে। ইতিপূর্বে সংগ্রাম ৩৫১ জনকে মোট ৫১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে প্রদান করেছে। ২৫ জনকে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা সহ সংগ্রাম এযাৎ মোট ৩৭৬ জনকে ৫৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছে।

বরগুনার পরীরখালে বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

বরগুনায় সংগ্রাম'র আয়োজনে ও ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের সহযোগিতায় শনিবার (৮ জুন) সংগ্রাম পরীরখাল শাখায় বিনামূল্যে চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন'র সহযোগিতায় ও সংগ্রাম'র বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে এ চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ক্যাম্পে ৫৭৬ জন রোগীর চক্ষু সেবা প্রদান করা হয়। এ সকল রোগীদের মধ্যে ১৫৬ জন সানি, ১৮ জন নেত্রনালী বিনামূল্যে অপারেশন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সকল রোগীদের বরিশালস্থ ইস্পাহানি ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে অপারেশনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৩৫০জন রোগীকে ৬৬ হাজার টাকার ফ্রি ওষুধ ও ১৪৬ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। এসকল রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করেন- ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের ডা. বেনজির বুশরা এবং চক্ষু ক্যাম্পের সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কাজী মিজানুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন- সংগ্রাম'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ মাসউদ সিকদার।

বামনা উপজেলা পরিষদের নবাগত চেয়ারম্যানকে গণসংবর্ধণা

বামনা উপজেলা পরিষদের নবাগত চেয়ারম্যানকে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা

বরগুনা জেলার বামনা উপজেলা পরিষদ এর নবাগত চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান মিজানকে গণসংবর্ধণা দিয়েছে বরিশাল বিভাগ'র শ্রেষ্ঠ এনজিও সংগ্রাম। গত রোববার (৭ জুলাই) বিকেলে বামনার বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে তাকে এ গণসংবর্ধণা দেয়া হয়। সংগ্রাম এর প্রতিষ্ঠাতা চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম'র সভাপতিত্বে ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ মাসউদ সিকদার'র সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- বুকাবুনিয়া ইউপি চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান সবুজ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ হোসেন হাওলাদার, পল্লী চক্ষু চিকিৎসক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়'র সহকারী প্রধান শিক্ষক গোলাম হায়দার চৌধূরী। এসময় প্রধান অতিথি বামনা উপজেলা পরিষদ'র নবাগত চেয়াম্যান সংগ্রাম এর নিপুণ কাজের প্রশংসা করে বলেন- 'ডৌয়াতলা ইউপি চেয়ারম্যান থাকাকালীন দেখেছি সংগ্রাম'র কর্মকান্ড। যেমনি করে সংগ্রাম অসহায় মানুষগুলোর পাশে আঁকড়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তেমনি কিশোর-কিশোরী, যুবক ও বৃদ্ধদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বেশ সুনামের সাথে। শিক্ষা আর স্বাস্থ্যতেও ভূমিকা রেখে চলেছে এই সংস্থাটি।' এসময় তিনি পিকেএসএফ'র আর্থিক সহযোগীতায় ও সংগ্রাম'র বাস্তবায়নে কৈশোর কর্মসূচির আওতায় কিশোর ও কিশোরীদের কৈশোর মেলা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে বামনার বিশিষ্ট চার ব্যক্তিকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন। এছাড়াও ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের পুরস্কার ও মেন্টরদের ক্রেস্ট তুলে দেন।

কৈশোর মেলায় কিশোর-কিশোরীদের মেধা বিকশিত হয়

-প্রধান শিক্ষক তপন চন্দ্র মিস্ত্রী

জীবনকে গড়তে কিশোর বয়সটা খুব ভয়াবহ এ সময়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়। তাদের মেধা বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজন এই বয়সটাতে পরিবার, সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনদের সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ। পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় এবং সংগ্রাম'র বাস্তবায়নে ও কৈশোর কর্মসূচির আওতায় উপজেলা পর্যায় গত ২৫ জুন লাকুরতলা সোনার বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে কৈশোর মেলা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে প্রধান শিক্ষক তপন চন্দ্র মিস্ত্রি এসব কথা বলেন। সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- সংগ্রাম'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ মাসউদ সিকদার, সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম) এ.এন.এম আশরাফ উদ্দীন, অত্র প্রকল্পের উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার জাহাঙ্গীর আলম ও মোঃ মিজানুর রহমান। গান, নাচ, ফুটবল ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি এ মেলায় পাঁচটি স্টলে প্রদর্শিত হয় কিশোর-কিশোরীদের তৈরি কাঁথা, পুতির কাজসহ নানাকিছু। ছিলো প্রেশার মাপা, ব্লাড গ্রুপিং ও ডায়াবেটিস নির্ণয়ের ফ্রি ব্যবস্থা।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা মূল্যায়ন করছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন চন্দ্র মিস্ত্রি

কৈশোর কর্মসূচির সফল মেন্টরদের (পরামর্শক) সম্মাননা প্রদান

সংগ্রাম কৈশোর কর্মসূচির আওতায় বরগুনা সদর উপজেলার কৈশোর ক্লাবের সদস্যদের মেধা বিকাশে ও সাংগঠনিক মানোন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখায় ক্লাব মেন্টরদের (পরামর্শক) গত ১৩ জুলাই সংগ্রাম'র প্রধান কার্যালয়ের মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা প্রদান করা হয়। বরগুনা সদর উপজেলার ১৬৫ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মধ্য থেকে সফল ১০ জনকে সম্মাননার জন্য মনোনীত করা হয়।

এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মাননা পেয়েছেন সোনার বাংলা কিশোর ক্লাবের মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, বাঁশবুনিয়া কিশোর ক্লাবের ইয়াছিন কবির আলভী, গৌরীচন্না কিশোর ক্লাবের নাছির উদ্দিন, ঢলুয়া কিশোরী ক্লাবের মিতু আক্তার, রূপসী বাংলা কিশোর ক্লাবের মোঃ ইমাম হাসান, আলোর ছায়া কিশোর ক্লাবের মোঃ গোলাম রাব্বি, সোনাখালী কিশোর ক্লাবের মোঃ নাজমুল হাসান সজীব, সোনাতলা কিশোরী ক্লাবের মোসাঃ খুশি আক্তার, পরীরখাল কিশোরী ক্লাবের মোসাঃ ফারজানা ইতি, পুরাকাটা কিশোরী ক্লাবের লাইলি বেগম।

'মা' এর মমতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সংগ্রাম দিলো তিন মাকে সম্মাননা

পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে সবকিছুর পরিবর্তন হলেও বদলায়নি শুধু মায়ের ভালোবাসা। প্রতিটি মা কেবল চায় সন্তানদের বুকে জড়িয়ে রাখতে। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে মায়ের ত্যাগ আর ভালোবাসা অমলিন। তাই মায়ের ঋণ শোধ করার কোন উপায় নেই।

শ্রেষ্ঠ 'মা' এর সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ

তবে একটুখানি সম্মানতো দেয়াই যেতেই পারে। তাই মধ্য কাকচিড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জিনিয়া জামান জুঁই এর মা খালেদা অক্তার, ওবাইদুল্লা'র মা সাবিনা ইয়াসমিন ও ফাতিমা সাকি'র মা মোসাঃ শিরিন অক্তারকে ক্রেস্ট তুলে দিয়ে সম্মান জানিয়েছে সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)। রোববার (১২ মে) বামনা উপজেলার ডৌয়াতলা ইউনিয়নের মধ্য কাকচিড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র আর্থিক সহযোগিতায় সংগ্রাম'র বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় 'বিশ্ব মা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও শ্রেষ্ঠ মা এর সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। পাথরঘাটার হাতেমপুর চৌধূরী মাসুম কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মোঃ জাকির হোসেন'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ'র বামনা ডৌয়াতলা ইউপি'র সাধারণ সম্পাদক শওগাতুল ইসলাম জলিল।

এতে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি'র ডৌয়াতলা ইউপি'র সভাপতি রতন গাইন, মধ্য কাকচিড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সুবর্ণা আক্তার ও মোঃ জাফর হোসেন। বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় মা দিবস সম্পর্কে আলোচনা করেন- সংগ্রাম'র প্রশিক্ষণ বিভাগ'র পরিচালক মোঃ মাসউদ সিকদার। এসময় ধারণা পত্র পাঠ করেন- মনিরা মুক্তা। 'মা দিবসে' কেবল মায়ের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে নয়, থাকুক প্রতিটি সন্তানদের তার মায়ের প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা। যে ভালোবাসা ভেঙে দিবে সকল বৃদ্ধাশ্রম। শিশুকালের সেই আগলে রাখা বুক হোক সন্তানদের। কেবল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক নয়, থাকুক হৃদয় জুড়ে মা আর সন্তানের ভালোবাসা। পৃথিবীটা হোক মানবিক আর মায়ার বাঁধনে পরিপূর্ণ।

মাদকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম'র সাইকেল র‍্যালি ও আলোচনা সভা

একটি জীবন অনেকটা জীবনের উপর নির্ভরশীল। আর নির্ভরতার জায়গাটি যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে যুক্ত থাকা বাকি জীবনগুলোও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। শেষ হয়ে যায় একটি পরিবার আর গোটা সমাজ। রাস্তা থেকে শুরু করে শিক্ষাঙ্গন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে মাদকের এক ভয়াবহ আগুন। যা নেভাতে ফায়ার ফাইটার নয়, বরং পারে তরুন যুবকরাই। কেবল প্রয়োজন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সর্বাত্মক সহযোগিতা। তাহলেই এ সমাজ পাবে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। আর এ সমাজ গঠনে কাজ করছে বরগুনার অন্যতম এনজিও সংগ্রাম। "তামাক কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিহত করি, শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সংগ্রাম এর বাস্তবায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগিতায় কৈশোর কর্মসূচির আওতায় বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস-২০২৪ উপলক্ষে গত ৪ জুন সংগ্রাম প্রধান কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি মাদকবিরোধী সাইকেল র‍্যালি বের হয়ে শহর ও শহরতলীর সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সংগ্রাম প্রধান কার্যালয়ের হল রুমে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় মিলিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বিভিন্ন কিশোর-কিশোরী ক্লাব থেকে অংশগ্রহণকারী তরুণদের মাঝে সচেতনতামূলক আলোচনা করেন- বরগুনার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর'র সাব ইন্সপেক্টর জিএম হাফিজুর রহমান। সংগ্রাম'র এইচআরএম এন্ড অ্যাডমিন রেশমাতুজ্জামান'র সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন- সংগ্রাম'র প্রশিক্ষণ বিভাগ'র পরিচালক মো: মাসউদ সিকদার, ঋণ বিভাগ'র পরিচালক মো: হুমায়ুন কবীর, অর্থ বিভাগের উপ পরিচালক কে এম হাসান, কর্মসূচি বিভাগ'র সহকারী পরিচালক এ.এন.এম আশরাফ উদ্দিন। আলোচনা শেষে মাদকবিরোধী রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীদের মধ্য ১ম স্থান অধিকারী মো: হাসান, ২য় মো: হেদায়েত উল্লাহ্ ও ৩য় মারিয়া আক্তার জান্নাতির হাতে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট তুলে দেন আমন্ত্রীত অতিথিবৃন্দ।

সংগ্রাম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়ে অসহায় পরিবারের পাশে

এক জন সুস্থ মা আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কর্ণধার। তাই পরিপূর্ণ সুস্থ জীবন বহনে কেবল মায়ের পাশেই নয়, সংগ্রাম কাজ করছে শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়েও। সংগ্রাম সুদীর্ঘ বছর ধরে অসহায়, হতদরিদ্র, প্রবীণ ও শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগিতায় ও সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি)'র বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম'র আওতায় শুক্রবার (১০ মে) সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বরগুনার পাথারঘাটার হাতেমপুর সংগ্রাম হেলথ কেয়ার অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে বিনামূল্যে গাইনী, প্রসূতি ও শিশুদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা প্রদান করা হয়। গাইনী, প্রসূতি ও শিশু বিশেষজ্ঞ সিরাজগঞ্জ খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ এর অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মুজিবুর রহমান চিকিৎসা প্রদান করেন। এসময় সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মুনীর হোসেন, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ মাসউদ সিকদার উপস্থিত ছিলেন। বিনামূল্যে এ চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন গাইনী, প্রসূতি ও শিশু রোগে আক্রান্ত ৩৫৯ জন রোগী। সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মুনীর হোসেন বলেন- নারী ও শিশু বান্ধব এ সমাজ গঠনে প্রথম যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে, সেটা হল স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সংগ্রাম এ অঞ্চলের মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। সুস্থ জীবন গঠনে অসহায় পরিবারগুলোর পাশে বরাবরের মতোই এখনও রয়েছে। সংগ্রাম এ পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানে স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করে এসেছে। যা এখনও চলমান রয়েছে। মানসিক, গাইনী, শিশু ও চক্ষু চিকিৎসাসহ সব ধরণের সহযোগিতা করতে এ অঞ্চলের মানুষের পাশে থাকবে সংগ্রাম।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা এগিয়ে নিতে প্রয়োজন কেবল একটি অ্যাম্বুলেন্স

পাথরঘাটা উপজেলার পাথরঘাটা ইউনিয়নের পশ্চিমে সুন্দরবন, দক্ষিণে সাগর আর পূর্বে বিষখালী-পায়রার মোহনা। এখানকার মানুষ অন্যদের তুলনায় স্বাস্থ্য সমস্যায় যথেষ্ট পিছিয়ে। উন্নত চিকিৎসা নিতে কোন ব্যবস্থা না থাকায় বরিশাল একমাত্র ভরসা। কিন্তু সেখানে চিকিৎসা নেয়ার মত সঙ্গতি দরিদ্র পরিবারগুলোর একবারেই নেই। রোগ-শোক তো সেকথা বোঝে না। তাই রোগ কাতুরে অসহায় রোগির একমাত্র ভরসা পাথরঘাটা ইউনিয়নের হাতেমপুর গ্রামের সংগ্রাম হেলথ্ কেয়ার এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই হেল্‌থ কেয়ার সেন্টারটিতে চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ের যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে চব্বিশ ঘন্টা থাকেন একজন এমবিবিএস চিকিৎসক। রয়েছে সাধারণ চিকিৎসার সকল ব্যবস্থা। নামেমাত্র একশ টাকা ভিজিট দিয়ে চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকেন এ অঞ্চলের দরিদ্র ও অসহায় মানুষগুলো। এক্স-রে ছাড়া রয়েছে কমবেশি রোগ নির্নয়ের ব্যবস্থা। দরিদ্রদের জন্য রোগ নির্নয়ে ৪০-৬০ শতাংশ ছাড় দেয় কর্তৃপক্ষ। সমুদ্র তীরবর্তী প্রত্যন্ত ও মারাত্মক দুর্যোগ ঝুঁকির পাথরঘাটা উপজেলা ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকির চুড়ান্ত অবস্থানে রয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে প্রচুর মানুষ শারিরীকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এর ফলে চিকিৎসা সুবিধার জন্য ভ্যানে করে সংগ্রাম হেলথকেয়ার সেন্টারে আসেন। এছাড়াও পাথরঘাটা উপজেলার অধিকাংশ মানুষ মৎস্যজীবী। সমুদ্রে অবস্থানকালীন রোগগ্রস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে নিরাময়ের জন্য এই হেল্‌থকেয়ার সেন্টারে আসতে হয়। লবণাক্ত পানি আর ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে অন্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে প্রতিবন্ধী মানুষ বেশী। এ ধরণের পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলেও চিকিৎসা ব্যবস্থা তুলনামূলক অনেক কম। বর্তমানে এ অবস্থার উত্তরণে সংগ্রাম হেলথকেয়ার সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে পাথরঘাটার দূরদূরান্ত থেকে ভ্যানে করে আসা রোগিরা সংগ্রাম হেলথকেয়ার সেন্টারে পৌঁছাতে অনেক সময়ের যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনি আসার পথে ভ্যানের ঝাঁকুনিতে অনেক রোগি আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে। এর ফলে সুস্থতায় ফিরে আসতে রোগিদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। সংগ্রাম হেলথকেয়ার সেন্টারের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. নিউটন হালদারের সাথে কথা বললে তিনি এই সমস্যা সমাধানে সংগ্রাম হেলথকেয়ার সেন্টারের একটি নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। সংগ্রাম হেলথকেয়ার সেন্টারের অধিক কর্মকান্ড মানবকল্যাণমুখী। তাই হেলথকেয়ার সেন্টারের এতটা সাশ্রয়ী অর্থ নেই; যা দিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করতে পারে। এ পরিস্থিতিতে ডা. নিউটন হালদার কোন দাতাসংস্থা কিংবা কল্যাণকামী কোন ব্যক্তির সহযোগিতা কামনা করেন। কেবল বেকার যুবকদের জন্য চাকরি, মেধাবীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই গড়ে তুলেননি এই সংগ্রাম এর প্রতিষ্ঠাতা চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম; গড়ে তুলেছেন মানুষের শারীরিক অবস্থার উন্নতির জন্য ও সুস্থসবল মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। তাই সংগ্রাম এর এত সুন্দর উদ্যোগগুলোকে সাধুবাদ জানিয়ে এ এলাকার মানুষের কথা চিন্তা করে কেবল একটি অ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা করবেন বলে আশাবদী পাথরঘাটার অসহায় ও গরীব মানুষগুলো। শীঘ্রই এই দাবি পূরণ হবে, এমনটাও বিশ্বাস করেন এ এলাকার সুশীল সমাজ।

ঘূর্ণিঝড় রেমালে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা

ঘূর্ণিঝড় রেমালে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে সাগরঘেঁষা বরগুনা সদর উপজেলার ফুলঝুড়ি ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল উপকূলে ঘূর্ণিঝড় রেমালে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সহায়তা কার্যক্রম' প্রকল্প হাতে নিয়েছে সংগ্রাম। NEAR Change Fund এর আর্থিক ও NAHAB এর কারিগরি সহায়তায় ১৬ জুলাই দুপুর ১২ টার দিকে বরগুনা সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রকল্প বিষয়ক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। NAHAB এর উপদেষ্টা ও সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- বরগুনা সদরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শামীম মিঞা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন- সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মুনীর হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মো: হেমায়েত উদ্দিন, ফুলঝুড়ি ইউপি চেয়ারম্যান মো. গোলাম সরোয়ার, সিবিডিপি'র নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মিরাজ, কমিউনিটি রেডিও লোকবেতার'র পরিচালক মনির হোসেন কামাল, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হাছানুর রহমান ঝন্টু, প্রেসক্লাব'র সাধারণ সম্পাদক জাফর হোসেন হাওলাদার।

বক্তব্য রাখছেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শামীম মিঞা।

প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন- সংগ্রাম'র সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প ফোকাল পার্সন এএনএম আশরাফ উদ্দিন। এ সময় উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, ব্র্যাক এর জেলা প্রতিনিধি, সাংবাদিক, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মেয়াদের এ প্রকল্পের মাধ্যমে রেমালে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে: এমন একটি পুকুর খনন ও পানি বিশুদ্ধ করন, ৩০টি গভীর নলকুপ মেরামত, ৪০টি পরিবারকে টয়লেট নির্মাণ ও পুনঃনির্মান, ৫০টি পরিবারকে গৃহ মেরামত, ক্ষতিগ্রস্ত ২৫টি পরিবারকে নগদ সহায়তা প্রদান করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এতে মোট ২৯ লাখ ০৫ হাজার টাকার সহায়তা প্রদান করা হবে।

পৃষ্ঠপোষক : চৌধূরী মুনীর হোসেন
নির্বাহী সম্পাদক : চৌধূরী মোহাম্মাদ মঈন, সম্পাদক : মো. মাসউদ সিকদার, বার্তা সম্পাদক : মো. সানাউল্লাহ রিয়াদ, গ্রাফিক্স : মো. আরিফ মিয়া
ইনফরমেশন সেল, সংগ্রাম, শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা থেকে প্রকাশিত। ফোন : +৮৮ ০২৪৭৮৮৮৬৮২৮
E-mail: sangramngo@yahoo.com, Facebook: facebook.com/ngosangram, youtube.com/SangramNgo, Website: www.sangram.ngo